



159366 - ফিল্ম দেখা ছড়ে দিয়েছিলি; কিন্তু ভুলে গিয়ে একটি ফিল্ম দেখে ফলেছে। এখন জানতে চাচ্ছে
কভাবে ফিল্ম দেখা একবোর ছড়ে দিতে পারবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি আর ফিল্ম দেখব না। কিন্তু আমি নিরিদাট করি নাই যে, কী ধরনের ফিল্ম আমি
দেখব না। এক বছর পরে আমি একটি ফিল্ম দেখেছি, যটে তমেন কছু নয় বা অশ্লীল নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমি কভাবে
এই গুনাহ হতে নাজাত পাব। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আলমেগণ ফিল্ম দেখা ছড়ে দেয়ার কয়কেটি উপায় উল্লেখ করছেন, যমেন-

১. এই ফিল্ম দেখার শরয়ী হুকুম জানা। এ বিষয়ে ইতপূর্বে অনকে উত্তর দয়ো হয়ছে।

২. সার্বক্ষণকি আল্লাহকে স্মরণ করা। কারণ আল্লাহ মানুষের প্রকাশ্য-গোপন সবকছু জাননে। জনকৈ সলফে সালহৌনকে
জজ্ঞেসে করা হয়ছেলি- হারাম কছির দর্শন থেকে চক্ষুকে সংযত রাখার উপায় কী? উত্তরে তনি বলেন: এই জ্ঞেগন
উজ্জীবতি করার মাধ্যমে যে, তুমি যত বগে ঐ বস্তুর দকি তাকাচ্ছ এর চয়ে বহুগুণ বেশী বগে আল্লাহ তোমার দকি
তাকাচ্ছনে।

৩. নকেকারদরে সাহচর্যে থাকা। যারা আপন ভুলে গলে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দবনে। আপনার মধ্যে কোন গাফলত
দখেলে তারা সাবধান করে দবনে। এরাই হচ্ছে- আল্লাহর জন্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ খললি। যাদরে পরস্পরে মাঝে
সম্পর্কের বন্ধন হচ্ছে- আল্লাহর আনুগত্য। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “সদেনি বন্ধুরা একে অন্যেরে শত্রু
হবে, মুততাকীরা ছাড়া।” [সূরা যুখরুফ, ৬৭] এরাই হচ্ছে- সংসঙ্গি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার উদাহরণ
দিয়েছেন ‘মসিক-আম্বর’ বহনকারীর সাথে। আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণতি তনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলছেন: “সংসঙ্গি ও অসংসঙ্গির উদাহরণ হচ্ছে- মসিক বকিরতো ও কামারের হাফরের মত। মসিক বকিরতো থেকে
তুমি কোন না কোন উপকার পাবেই পাবে। হয়তো তুমি তার থেকে মসিক কনিবে অথবা অন্তত সুগন্ধি পাবে। আর কামারের



হাফর হয়তো তোমার শরীর পুড়িয়ে দবিরে অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দবিরে অথবা তুমি এর দুর্গন্ধ পাবে।”[সহীহ বুখারী (১৯৯৬) ও সহীহ মুসলিম (২৬২৮)]

৪. দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। প্রতিদিন কুরআন শরীফের নব্বিশটি পরিমাণ অংশ মুখস্ত করা বা পড়া। আলমেগণের লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়তে পারলে বা আলোচনা শুনতে পারলে। আপনি কোন মঙ্গলজনক পেশায় ব্যস্ত থাকতে পারলে অথবা সমাজ ও মানুষের কোন খেদমত করতে পারলে।

৫. ব্যয় করা। চক্ষু অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হফেযতে রাখার জন্য এটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহা ওয়া সাল্লামের নসহিত। হে যুবকরো! তোমাদের মধ্যকার যে সামর্থ্যবান সে যেনে বিবাহ করে। কেননা, তা তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হফেজত করায় সহায়ক হয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখেনা, সে যেনে রোজা রাখে। কারণতা সত্যিই যতীন উত্তমজেনা প্রশমনকারী।[সহীহ বুখারী (৪৭৭৯) ও সহীহ মুসলিম (১৪০০)]

৬. সার্বক্ষণিক আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেনে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সহায়তা করেন, তাওফিক দেন, আপনার করণ ও চক্ষুকে পবিত্র রাখেন। আত্মার অনিশ্চিত হতে বাঁচার জন্য বান্দা প্রয়োজনীয় সব ধরনের উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার পর যে উত্তম কাজটি করতে পারে সেটি হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। যাত আল্লাহ তাকে এক্ষত্রে সাহায্য করেন, তার জন্য সহজ করে দেন এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পবিত্র রাখেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেনে আপনাকে তাঁর পছন্দনীয় পথে, তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলা সহজ করে দেন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।